Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সুলভ ভাণ্ডার

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটি

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 25th July. 1956 { ১১শ সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৪৩ মনি ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং সেবাইত ও স্বয়ং গোবিন্দদাস নাথ দাবি ৮৪৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ব্যাসবাগিচা ৪ শতকের কাত ২৸০ তন্মধ্যে দেন্দারের দখলীয় ৳ অংশে ১৳ শতকের হারাহারি মতে খাজনা ৸৵৮ পাই তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ী সহ নওয়া জিমা আঃ ২৫৲ খং ৪০৬ অধীনস্থ খং ৪০৭ দখলকার স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩ শতকের কাত ৩৲ তন্মধ্যে দেন্দারের দখলীয় ৳ অংশে ১ শতকের হারাহারি মতে খাজনা ১৲ তদুপরিস্থিত পোক্তা বাড়ী সহ নওয়া জিমা আঃ ২৫৲ খং ৪১০ ঐ স্বত্ব

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১০৪ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং চমৎকার দাস দিং দাবি ১০২৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মথুরাপুর ৩-৭৪ শতকের কাত ১৪৵০ আঃ ৩৭৪৲ খং ২৬৮

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৪৩ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেঃ প্রফুল্লকুমারী দেবী দাবি ৩২।৬ পাই থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ১॥৪॥ জমির কাত ৪॥৶১৫ আঃ ৫০৲ খং ১৫২

৩৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় দাবি ২৬॥৶৯ মৌ ঐ ১/২ জমির কাত ৪৵১৫ আঃ ৩০৲ খং ১৯৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

কর্ত্তিত দেশের কর্ত্তৃত্ব

—০—

ইংরাজের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে অত্যাচারিত উৎপীড়িত দুই সম্প্রদায়ে দুইভাবে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী হইয়া উঠিল। একদল অহিংস তাঁহারা হিংসাকে পরিহার করিয়া চলিতেন। ইহারা ইংরাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন "কুইট ইণ্ডিয়া! কুইট ইণ্ডিয়া!" (ভারত ছাড়িয়া যাও! ভারত ছাড়িয়া যাও!) ইহারা কংগ্রেসী।

অন্যদল বাদসাহী আমলের সম্রাটগণের স্বধর্ম্মাবলম্বী ইশলাম। ইঁহাদের হাঁকডাক শোনা যাইত "লড়কে লেঙ্গে পাকীস্তান।" এই আওয়াজ শুনিয়া ঠিক বোঝা যাইত না যে কাহাদের সহিত লড়াই করিবার ইঙ্গিত। এই দল যখন গানের সুরে গাহিতেন—

"দূর হটো! দূর হটো! রে কংগ্রেসবালা।
পাকীস্তান হামারা হ্যায়!

তখন বুঝিতে বিলম্ব হইত না যে কংগ্রেসীদের শরিক করিতে ইহারা চান না।

ভগবানের ইচ্ছায় আর খোদার মর্জ্জিতে ইংরাজ তাঁহার লোকসানী মহাল এই দুই দলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কংগ্রেসীদের নির্দ্দেশ দিলেন—পাকীস্তানের কাছে তোমরা ৩০০ তিনশো কোটী টাকা পাইবে আর পাকীস্তানীদের নির্দ্দেশ দিলেন—তোমরা কংগ্রেসীদের কাছে ৫৫ কোটি টাকা পাইবে। উভয় দলই "কমান ওয়েল্‌থ" শাসনতন্ত্রের (রাজা প্রথম চার্লসের রাজ্যচ্যুতির পর ইংলণ্ডে এই সর্ব্বতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়) সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেন।

"কমান ওয়েল্‌থ" ভুক্ত দেশগুলির প্রধান মন্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও পাকীস্তানের প্রধান মন্ত্রী উভয়েই যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু এই সময় ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া হালে দিল্লী উপনীত হইয়াছেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা লইয়া উৎসবে হৈ চৈ করিয়াছিলেন। আসিয়াই পড়িয়াছেন মহারাষ্ট্রকেশরী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মের শতবার্ষিকী প্রশস্তি উৎসবে। নেহেরু কয়েক বৎসর আগে মজঃফরপুরে অগ্নিযুগের হাসিমুখে ফাঁসি-কাঠে প্রাণদাতা তরুণ ক্ষুদিরাম বসুর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে অস্বীকার করেন এই অজুহাতে যে ক্ষুদিরাম ছিলেন হিংসা নীতি সম্পন্ন আর জহরলাল নিজে অহিংস ব্রতধারী।

তার পরই এলো গত সাধারণ নির্ব্বাচন। তখন জহরলালজী ভোট সংগ্রহ সফরে পশ্চিম বাংলায় আসিয়া বজবজে লালা হরদয়াল ও গদর পার্টির সমর্থক কোমাগাটামারুর বীর সহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত সহীদ বেদীর আবরণ উন্মোচন করিতে কোন আপত্তি করিলেন না। গদর পার্টির গান নীচে মুদ্রিত হইল। ইহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিবেন যে জহরলালজী সহিংস বীরগণের সম্মানে নির্ম্মিত বেদীর আবরণ উন্মোচনে একটুও দ্বিধা করেন নাই।

গদর পার্টির গান

"হে মর্দ্দানো! জঙ্গী জোয়ানো!
জল্‌দী লেও হাতিয়ার!
গোরে (গোরা-ইংরাজ) তুম্‌ পর
জুলুম করত হ্যায়,
দিন দিন ছুনা ভার ধরত হ্যায়,
সারে রূপেয়া হাম্‌সে লে কর্‌
আপ বনে সাহুকার!
ওহি বনে সব লাট গবর্ণর,
ওহি বনে সব চিফ কমাণ্ডর,
বাংলে বৈঠে চৈন উড়ায়ে,
হামে কিয়া নায়দার (নাদার)॥
আজাদী আসান নেহি হ্যায়,
খুন পিয়ে বিন কিস্‌কো মিল হ্যায়,
পহিলে মুস্‌কিল সবকো পড়ি হ্যায়,
(পিছে) চৈন কা একবার!"

ইউরোপ ভ্রমণের পর দিল্লী রাজধানীতে পৌছিয়াই প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী স্বনামধন্য মহারাষ্ট্র কেশরী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম শতবার্ষিকী প্রশস্তি সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রতিকার জন্য বিলাতী বয়কট যুগে তিন জন ভারতীয় নেতার নাম যোগ করিয়া একটি সমাসযুক্ত শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল "লাল-বাল-পাল" ইহার মধ্যে তিন জন প্রধানের নাম আছে।

লাল=পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়
বাল=মহারাষ্ট্র কেশরী লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক
পাল=বাঙ্গলার বাগ্মীপ্রবর স্বর্গত বিপিন পাল।

ইঁহাদের কেহই অহিংস পন্থী ছিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়গণকে ঠাণ্ডা করিবার দাওয়াই রূপে ব্যবহৃত হইতেছে এই তিলক-প্রশস্তি। এত সস্তায় মারহাট্টারা ভুলিবে বলিয়া মনে হয় না।

ডাক টিকিটে ছবি ছাপাইয়া ব্যক্তি সম্বর্দ্ধনা করার ব্যবস্থা সাধারণের চক্ষে খুব অশোভন বলিয়া মনে হয়। মূর্ত্তির উপরে সজোরে আঘাত কি ভক্তির পরিচয়? লোকমান্য তিলকের স্বর্গত আত্মা কর্ত্তিত ভারতের কর্ত্তৃত্ব লাভ দেখিয়া তৃপ্ত হইবে না নিশ্চয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা-শাসক মহোদয়ের জঙ্গিপুর মহকুমায় শুভাগমন

গত ২১শে জুলাই শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলা-শাসক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার মহোদয় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের খাস কামরায় স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও সহরের কতিপয় ভদ্র মহোদয়গণের সহিত মহকুমার নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। মহকুমা কংগ্রেসের, রেডক্রসের এবং উকিল বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীঝড়ুলাল দাস, উকিল বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীরাধাগোবিন্দ সরকার, মোক্তার বার লাইব্রেরীর প্রবীণতম সদস্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস, সভাপতি শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারী শ্রীরাজেন্দ্রমোহন দত্ত, কৃষি প্রজা পার্টির শ্রীসত্যবান দাস মোক্তার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার মহোদয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। "ভারতী" পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক

রোগ ও "রোগ" (ROGUE—প্রতারক)

স্বামী—(রোগশয্যায়) এতো বেদানার রস ! তখন খেলাম অনেকটা কমলা লেবুর রস ! গয়না বুঝি সব শেষ করলে ?

স্ত্রী—আমার শাঁখা লোহার চেয়েও কি গয়নার দাম বেশী !

স্বামী—রাত দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, তোমার দেহ কি হয়েছে একবার দেখেছ কি ? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো একবার। হাসপাতালে একটা বেড নিয়ে, সেইখানে চিকিৎসা করালে সব দিক রক্ষা হয়।

স্ত্রী—ভেজাল ওষুধ, ভেজাল পথ্যি, জোচ্চোর ডাক্তার, চোর নার্স, তোমার যত্ন করবে আমার চেয়ে বেশী। পিপাসায় জল পাবে না। রাত্রে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে কেউ জল দিবে না। রাত্রে পুকুরে জল খেতে গিয়ে রোগী ডুবে মরেছে। বৈকাল ৪টা থেকে ৬টা ছাড়া আমারও প্রবেশ নিষেধ।

স্বামী—বাংলা "রোগ" সারাতে গিয়ে ইংরাজী (Rogue) রোগ এর দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। তোমার মত এমন হরদম হাজির কে থাকবে ?

উকিল শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় মহাশয় স্থানীয় হাসপাতালে প্রসূতি সদনের অভাব, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্রগণের বসিবার স্থানাভাব এবং ফৌজদারী আদালতের সম্মুখস্থ ভাগীরথীর চড়ার অস্তিত্ব থাকিলে জঙ্গিপুর কলেজ ও হাইস্কুলের ভাবী ভাঙ্গনের আশঙ্কার কথা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। চড়াটীকে উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব হইলেও খাল কাটিয়া জল নির্গমের ইঙ্গিত তিনি (গঙ্গাধর বাবু) দিয়াছিলেন। ডাঃ জে. এন. রায় তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। জেলা শাসক মহোদয় সভা আহ্বান করিয়া একটা প্রস্তাব তাঁহার (শাসক মহোদয়ের) নিকট পাঠাইতে বলিয়াছেন।

পৌরাধিপতি শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় খাস কামরায় জেলা শাসক মহোদয়ের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে সাক্ষাৎ করেন। বৈকাল ৪৷৷০ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমজুমদার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শন করিয়া বহরমপুর ফিরিয়া যান।

রঘুনাথগঞ্জ টিউটোরিয়াল হোম

ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার্থীদের জন্য কোচিং।

আই, এ ; আই, এস্, সি ; আই, কম ; বি, এ।

ক্লাস সকাল সন্ধ্যা। কৃতী অধ্যাপকমণ্ডলী।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। সকল বার্ষিক শ্রেণীতেই ভর্তি চলিতেছে। আগষ্টে সেসন।

সম্পাদক—শ্রীকমলারঞ্জন সরকার, রঘুনাথগঞ্জ।

অধ্যাপক—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ঘোষ, জঙ্গিপুর।

জনসাধারণের প্রতি

গত ১৮ই জুলাই তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকায় রঘুনাথগঞ্জ সাকিমের শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। উক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত আমাদের বসত বাটী বিক্রয় সম্বন্ধে বা কোন সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কোন প্রকার চুক্তি হয় নাই। আমরা উক্ত বাটী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া তিনি সরিক বিধায় যদি তিনি ন্যায্য মূল্যে উহা খরিদ করিতে চাহেন এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নোটিশ দিলে পর তিনি দুরভিসন্ধিমূলে ঐ প্রকার বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন ও ক্রয়েচ্ছু গ্রাহকগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ন্যায্য মূল্য পাইলেই উক্ত সম্পত্তি যে কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। ইতি ৮ই শ্রাবণ, সন ১৩৬৩ সাল।

১। শ্রীবলরামচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীগোপীবল্লভ দত্ত
সাং রঘুনাথগঞ্জ।

বিজ্ঞাপন

১। এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে একটী ১০০ ডিম ধারণক্ষম Hatching Machine (কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত) সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ নিন।

২। রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন সোনাটিকুরী মৌজায় সমবায় সমিতির যে পোলট্রি ফার্ম্মের জায়গা ও গৃহাদি আছে—সত্বর সুলভে বিক্রয় হইবে। খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ সমিতির সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার (উকিল)
সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ-প্রতাপপুর-সোনাটিকুরী সমবায় সমিতি লিমিটেড, রঘুনাথগঞ্জ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, ক্লোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।